**জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০০৮ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ঢাকা, শনিবার, ২৭ চৈত্র ১৪১৬, ১০ এপ্রিল ২০১০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভূষিত গুণীজন,

শিল্পী, পরিচালক, কলাকুশলীসহ চলচ্চিত্রশিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সুধিবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

২০০৮ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

চলচ্চিত্র আজকের দিনের প্রধান বিনোদন মাধ্যম। বিনোদনের পাশাপাশি এটি শিক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। জাতিগঠন ও সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার।  দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তা তুলে ধরার ক্ষেত্রে এ মাধ্যম পালন করে নিয়ামক ভূমিকা।

সুধিবৃন্দ,

সৃজনশীল যেকোন কাজে আমাদের, বাঙালিদের রয়েছে প্রকৃতিগত দক্ষতা। শিল্পকলার প্রতিটি মাধ্যম যেমন কাব্য, উপন্যাস, নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে এদেশের মানুষ আবহমানকাল থেকে তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন।

তাইতো আমরা দেখি বিশ্বে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাত্র তিন বছরের মধ্যেই আমাদের মানিকগঞ্জের সন্তান হীরালাল সেন বাংলাদেশে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেছিলেন। উপমহাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণের কৃতিত্বও প্রকৃতপক্ষে তারই প্রাপ্য।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালে বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে ঢাকায় সর্বপ্রথম এফডিসি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উপমহাদেশে এটিই ছিল প্রথম এ ধরনের প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল অসংখ্য কলাকুশলী, শিল্পী, নির্মাতা।

প্রিয় চলচ্চিত্র নির্মাতাগণ,

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই শুরু হয় আমাদের নতুন ধারার চলচ্চিত্রের পথচলা। এসময়ে নির্মিত স্টপ জেনোসাইড সেদিন বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিয়েছিল। স্বাধীনতার পর নির্মিত হয় অনেকগুলো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র।

দুঃখের সাথে বলতে হয়, ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর আমাদের যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কল্যাণকর তার সবই সেদিনের ক্ষমতাসীনরা ধবংস করার চেষ্টায় মেতে উঠে। তাদের কবল থেকে চলচ্চিত্র তথা সংস্কৃতিও রক্ষা পায়নি।

ফলে, থেমে যায় জীবনঘনিষ্ট চলচ্চিত্রের নির্মাণ। উৎসাহিত করা হয় স্থুল, রুচিহীন ও  নকল চলচ্চিত্রের ধারাকে।

বিশেষ করে বিগত বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে অশ্লীলতা, সহিংসতা ও দুর্নীতি গ্রাস করেছিল আমাদের চলচ্চিত্র অঙ্গনকে। অনেক স্বনামধন্য পরিচালক ও শিল্পী বাধ্য হন এই শিল্পকে বিদায় জানাতে। আমাদের সোনালী দিনের চলচ্চিত্র নির্বাসিত হয় কাল অন্ধকারে।

এ অন্ধকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে আমাদের সবার। সরকারের পাশাপাশি প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী, গীতিকার, সুরকার, কলাকুশলিসহ সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে চলচ্চিত্রকে মানুষের জীবন, স্বপ্ন, প্রেম ও সংগ্রামের দর্পণ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

সুধিমন্ডলী,

আমাদের সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। দেশে ডিজিটাল চলচ্চিত্র সেন্সরের আওতায় আনা হয়েছে। অশ্লীল চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন এবং চলচ্চিত্রের ভিডিও পাইরেসি বন্ধে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।

ইতোমধ্যেই সরকারের অশ্লীলতা বিরোধী কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় চলচ্চিত্রে সুস্থতা ফিরে এসেছে। প্রতিভাবান তরুণ নির্মাতারা আবার সুস্থ ছবি নির্মাণের কাজ শুরু করেছেন। দর্শকরা আবার সিনেমা হলে ফিরে আসতে শুরু করেছে।

প্রিয় চলচ্চিত্র নির্মাতাগণ,

জাতি গঠনে চলচ্চিত্রের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। আপনারা চলচ্চিত্রে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টির পাশাপাশি সামাজিক সমস্যা তুলে ধরবেন।

নারী নির্যাতন, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, মাদকাসক্তি, এইচআইভি/এইডস-এর মত সামাজিক ইস্যুগুলোকে অগ্রাধিকার দিবেন। দুর্নীতি প্রতিরোধ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার মত বিষয়গুলোর প্রাধান্য দিতে হবে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, মুক্ত বুদ্ধির বিকাশ, অসাম্প্রদায়িকতা ও দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি বিষয় আপনারা চলচ্চিত্রে নিয়ে আসবেন - এটাই আমার আশা।

সুধিমন্ডলী,

আমাদের সরকার দেশের চলচ্চিত্র শিল্পে সুস্থ ধারা ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর। এজন্য টাস্কফোর্সের মাধ্যমে মনিটরিং নিবিড় করা হয়েছে। আইনের আওতায় দোষী ব্যক্তিদের শাসিত্ম বিধান করা হচ্ছে। অন্যদিকে ভাল ছবি নির্মাণ উৎসাহিত করতে সরকারি অনুদান ব্যবস্থা বাস্তবানুগ করা হয়েছে।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার নিয়মিত করা হয়েছে। আমরা এ বছর থেকে ২ টির পরিবর্তে ৬টি ছবির নির্মাতাকে অনুদান দিচ্ছি। এর মধ্যে ২টি শিশুতোষ চলচ্চিত্র রয়েছে। অনুদানের অর্থ মূল্য ১৫ লাখ থেকে বৃদ্ধি করে ১৯ লাখ করা হয়েছে। আগামী বছর থেকে ৫টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকেও অনুদান প্রদান করা হবে।

পাশাপাশি জাতীয় চলচ্চিত্রের পুরস্কারের নগদ অর্থের সম্মানীর পরিমাণ ১০ হাজার থেকে ৫০ হাজার এবং ৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা করা হয়েছে।

লেখক, প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী, সুরকার ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সমন্বয়ে সেন্সর বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়েছে। চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ নীতিমালা প্রণয়ন ও ৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের আধুনিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

এফডিসিতে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও সংরক্ষণে প্রবর্তন করা হচ্ছে ডিজিটাল প্রযুক্তি।

ঢাকার পাশেই কবিরপুরে ১০১ একর জমিতে চলচ্চিত্র নির্মাণের সকল অত্যাধুনিক সুবিধাসম্পন্ন ফিল্ম সিটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যেও আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

আমি মনে করি, বড়দের মত শিশুদের জন্যও প্রচুর চলচ্চিত্র নির্মিত হওয়া দরকার। কারণ ওরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের মেধা, মনন ও চরিত্র গঠন যেন সুন্দর ও স্বাভাবিক হয় তার প্রতি নজর রাখা আমাদের সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সুধিবৃন্দ,

উন্মুক্ত আকাশ সংস্কৃতির এই যুগে দেশীয় চলচ্চিত্র আজ কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। এ প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হতে হলে মেধা ও মননের চর্চা, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা ও সুস্থ চলচ্চিত্রের পৃষ্ঠপোষকতার বিকল্প নেই। এজন্য আমাদের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগুতে হবে।

হলে বসে বড় পর্দায় পরিবার পরিজন নিয়ে সবাই যেন একসাথে সিনেমা দেখতে পারে, সে জন্য বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের সুস্থ ধারা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশের সকল সিনেমা হলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সুযোগ তৈরি করা প্রয়োজন। পুরনো হলগুলোর সংস্কার সাধন ও আধুনিকায়নে মাধ্যমে চলচ্চিত্র প্রদর্শন ব্যবস্থা উন্নত এবং বিনোদনের স্থান হলগুলো যাতে স্বাস্থ্যসম্মত, উন্নত ও নিরাপদ হয়-তা নিশ্চিত করার জন্য সকলকে অনুরোধ জানাই।

চলচ্চিত্রের পাইরেসি ও অশ্লীলতা বন্ধে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

চলচ্চিত্রের অধ্যয়ন, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রদর্শনীর সুযোগ সম্বলিত আধুনিক ও পূর্ণাঙ্গ ফিল্ম আর্কাইভ, ফিল্ম সেন্টার, ফিল্ম মিউজিয়াম এবং ফিল্ম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমরা সক্রিয়ভাবে চিন্তাভাবনা করছি।

প্রিয় সুধী,

আজ যাঁরা পরস্কার পেলেন, তাঁদেরকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আশা করি, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার দেশে সুস্থধারার চলচ্চিত্র নির্মাণে এবং এ শিল্পে সৃজনশীল মেধাবী ও দেশপ্রেমিকদের এগিয়ে আসতে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

জুরি বোর্ডের সদস্যসহ এ আয়োজনকে যাঁরা নিরলস শ্রম দিয়ে সফল করে তুলেছেন তাঁদের সকলকেই জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিশেষে, জীবনের সত্য ও সুন্দর রূপ এবং আবহমান বাংলার শাশ্বত জীবনসংগ্রামকে চলচ্চিত্রের পর্দায় তুলে ধরার জন্য আমি সকলকে পুনরায় আহবান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

---